সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ ভরতের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার পূজার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি গৃহত্যাগ করে হরিদ্বারে ভক্তিমূলক কার্য করার মাধ্যমে তাঁর দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর পিতা ভগবান ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে, মহারাজ ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সারা পৃথিবী শাসন করেন। পূর্বে এই বর্ষটি অজনাভ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু পরে ভরত মহারাজের নাম অনুসারে তার নাম হয় ভারতবর্ষ। পঞ্চজনীর গর্ভে ভরত মহারাজের পাঁচটি পুত্র হয় এবং তিনি তাদের নাম দেন সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু। তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভরত মহারাজ ধর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রজাপালন করেছিলেন। বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তিনি নিজেও অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। অবিচলিত মনে তিনি ভগবান বাসুদেবে তাঁর ভক্তি বর্ধিত করেছিলেন। তিনি নারদ আদি ঋষিদের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ভগবান বাসুদেবকে সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ধারণ করতেন। তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তাঁর রাজ্য বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি গৃহত্যাগ করে পুলহাশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে বনের ফল-মূল খেয়ে তিনি ভগবান বাসুদেবের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হওয়ার ফলে, তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। তাঁর অতি উন্নত ভক্তির প্রভাবে, ভগবদ্ভক্তির লক্ষণস্বরূপ রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কখনও কখনও প্রকাশ পেতে থাকে। মহারাজ ভরত ঋক্ বেদে বর্ণিত গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতলপরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভরতঃ**—মহারাজ ভরত; **তু**—কিন্তু; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **যদা**—যখন; **ভগবতা**—তাঁর পিতা ভগবান ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে; **অবনি-তল**—পৃথিবী; **পরি-পালনায়**—শাসন করার জন্য; **সঞ্চিন্তিতঃ**—সংকল্প করেছিলেন; **তৎ-অনুশাসন-পরঃ**—পৃথিবী শাসনে রত; **পঞ্চজনীম্**—পঞ্চজনী; **বিশ্বরূপ-দুহিতরম্**—বিশ্বরূপের কন্যা; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, মহারাজ ভরত ছিলেন মহাভাগবত। তিনি তাঁর পিতার সংকল্প অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে, বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ২

তস্যামু হ বা আত্মজান্ কার্ৎস্ন্যেনানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদিরিব ভূতসূক্ষ্মাণি সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনমাবরণং ধূম্রকেতুমিতি ॥২॥

তস্যাম্—তাঁর গর্ভে; **উ হ বা**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্ম-জান্**—পুত্র; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **অনুরূপান্**—অনুরূপ; **আত্মনঃ**—নিজের মতো; **পঞ্চ**—পাঁচ; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **ভূত-আদিঃ ইব**—অহঙ্কারের মতো; **ভূত-সূক্ষ্মাণি**—পঞ্চতন্মাত্র; **সু-মতিম্**—সুমতি; **রাষ্ট্র-ভৃতম্**—রাষ্ট্রভৃত; **সু-দর্শনম্**—সুদর্শন; **আবরণম্**—আবরণ; **ধূম্র-কেতুম্**—ধূম্রকেতু; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের নাম ছিল সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু।

শ্লোক ৩

অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি ॥ ৩ ॥

অজনাভম্—অজনাভ; **নাম**—নামক; **এতৎ**—এই; **বর্ষম্**—বর্ষ; **ভারতম্**—ভারত; **ইতি**—এইভাবে; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **আরভ্য**—শুরু হয়; **ব্যপদিশন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

পূর্বে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে মহারাজ নাভির রাজত্বের ফলে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ। ভরত মহারাজের রাজত্বের পর তা ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শ্লোক ৪

স বহুবিন্মহীপতিঃ পিতৃপিতামহবদুরুবৎসলতয়া স্বে স্বে কর্মণি বর্তমানাঃ প্রজাঃ স্বধর্মমনুবর্তমানঃ পর্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই রাজা (মহারাজ ভরত); **বহু-বিৎ**—মহাজ্ঞানী; **মহী-পতিঃ**—পৃথিবীর শাসক; **পিতৃ**—পিতা; **পিতামহ**—পিতামহ; **বৎ**—ঠিক তাদের মতো; **উরু-বৎসলতয়া**—প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হওয়ার ফলে; **স্বে স্বে**—নিজের নিজের; **কর্মণি**—কর্তব্য কর্ম; **বর্তমানাঃ**—অবশিষ্ট; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা; **স্ব-ধর্মম্ অনুবর্তমানঃ**—তাঁদের স্বধর্মে রত হয়ে; **পর্যপালয়ৎ**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাজ্ঞানী মহারাজ ভরত সারা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। স্বীয় কর্তব্য কর্মে পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের স্ব-স্ব ধর্মে নিযুক্ত রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে নাগরিকদের স্বধর্মে পূর্ণরূপে নিযুক্ত রেখে রাজ্য শাসন করা কর্তব্য। প্রজাদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র।

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগ অনুসারে আচরণ করে, তা দেখা। কোন মতেই কারোর বেকার থাকা উচিত নয়। জাগতিক স্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য, এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীরূপে সকলের স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। পূর্বে রাজতন্ত্রের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সমস্ত রাজারা তাঁদের প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁরা কঠোরতা সহকারে প্রজাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাই সমাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হত।

শ্লোক ৫

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়াহৃতাগ্নি-হোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশুসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা ॥ ৫ ॥

ঈজে—আরাধনা করেছিলেন; **চ**—ও; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞ-ক্রতু-রূপম্**—পশু সমন্বিত এবং পশুরহিত যজ্ঞ; **ক্রতুভিঃ**—এই প্রকার যজ্ঞের দ্বারা; **উচ্চাবচৈঃ**—মহৎ এবং ক্ষুদ্র; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আহৃত**—অনুষ্ঠিত; **অগ্নি-হোত্র**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; **দর্শ**—দর্শ যজ্ঞ; **পূর্ণমাস**—পূর্ণমাস যজ্ঞ; **চাতুর্মাস্য**—চাতুর্মাস্য যজ্ঞ; **পশু-সোমানাম্**—পশু সমন্বিত যজ্ঞ এবং সোমরস সমন্বিত যজ্ঞ; **প্রকৃতি**—পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **বিকৃতিভিঃ**—এবং আংশিকভাবে অনুষ্ঠান করার দ্বারা; **অনুসবনম্**—প্রায় সর্বদা; **চাতুঃ-হোত্র-বিধিনা**—চার প্রকার পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞবিধির দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযজ্ঞ (যে যজ্ঞে অশ্ব বলি দেওয়া হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন। কখনও কখনও এই সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণরূপে এবং কখনও আংশিক রূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্হোত্র বিধির দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ সার্থক হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য অশ্ব এবং গো উৎসর্গ করা হত। পশু বধ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে যে পশু উৎসর্গ করা হত, সে নবীন শরীর প্রাপ্ত হত। সাধারণত যজ্ঞাগ্নিতে বৃদ্ধ পশুকে উৎসর্গ করা হত এবং সেই পশু তরুণ শরীর প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসত। কোন কোন যজ্ঞে অবশ্য পশুবলির প্রয়োজন হত না। বর্তমান যুগে পশুবলি নিষিদ্ধ। যে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"এই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন—এই পাঁচটি কর্ম নিষিদ্ধ।" (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* আদি ১৭/১৬৪) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অথবা ঋত্বিকের অভাবে এই যুগে এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। *যজ্ঞার্থ-কর্ম*—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এই প্রকার কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। এই কলিযুগের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর পার্ষদসহ আরাধনা করতে হয় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে। বুদ্ধিমান মানুষেরা এই পন্থা অবলম্বন করেন। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* । *সুমেধসঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুন্দর মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ।

শ্লোক ৬

সম্প্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ৬ ॥

সম্প্রচরৎসু—অনুষ্ঠান শুরু করার সময়; **নানা-যাগেষু**—বিবিধ প্রকার যজ্ঞ; **বিরচিত-অঙ্গ-ক্রিয়েষু**—যাতে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হয়; **অপূর্বম্**—দূরবর্তী; **যৎ**—যা কিছু;

তৎ—তা; **ক্রিয়া-ফলম্**—এই প্রকার যজ্ঞের ফল; **ধর্ম-আখ্যম্**—ধর্ম নামক; **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—ভগবানকে; **যজ্ঞ-পুরুষে**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তাকে; **সর্ব-দেবতা-লিঙ্গানাম্**—যাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা প্রকাশিত হন; **মন্ত্রাণাম্**—বৈদিক মন্ত্রের; **অর্থ-নিয়াম-কতয়া**—বিষয়সমূহের নিয়ন্তা হওয়ার ফলে; **সাক্ষাৎ-কর্তরি**—প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠানকারী; **পর-দেবতায়াম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **ভগবতি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভাবয়মানঃ**—নিরন্তর চিন্তা করে; **আত্ম-নৈপুণ্য-মৃদিত-কষায়ঃ**—এই প্রকার চিন্তার দ্বারা কাম এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত; **হবিঃষু**—যজ্ঞে নিবেদন করার সামগ্রী; **অধ্বর্যুভিঃ**—অথর্ব বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী পুরোহিত; **গৃহ্যমাণেষু**—গ্রহণ করে; **সঃ**—মহারাজ ভরত; **যজমানঃ**—যজ্ঞকর্তা; **যজ্ঞ-ভাজঃ**—যজ্ঞফলের গ্রাহক; **দেবান্**—দেবতারা; **তান্**—তাঁদের; **পুরুষ-অবয়বেষু**—ভগবান শ্রীগোবিন্দের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; **অভ্যধ্যায়ৎ**—তিনি চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত তা ধর্মের নামে ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত যজ্ঞ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চিন্তা করার ফলে মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতেন কিভাবে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত আহুতি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জানতেন যে, বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদিত আহুতি প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে নিবেদন করা হচ্ছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণ, কীর্তন সমন্বিত শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ভরত মহারাজ যেহেতু ছিলেন একজন মহাভাগবত, তাই প্রশ্ন হতে পারে

কেন তিনি কর্মীদের মতো এই সমস্ত যজ্ঞ করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি কেবল বাসুদেবের আদেশ পালন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) আমাদের সমস্ত কর্মের মাধ্যমে নিরন্তর বাসুদেবকে স্মরণ করতে হবে। মানুষ সাধারণত বিভিন্ন দেব-দেবীদের প্রণাম করে, কিন্তু ভরত মহারাজ কেবল ভগবান বাসুদেবের প্রসন্নতা বিধান করতে চেয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্* (*ভগবদ্গীতা* ৫/২৯)। কোন বিশেষ দেবতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ যখন যজ্ঞপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন সমস্ত দেবতারা তৃপ্ত হন। বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান। বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে অথবা সরাসরিভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা যায়। আমরা যদি সরাসরিভাবে ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করি, তাহলে দেবতারা আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন। গাছের গোড়ায় জল দিলে ডালপালা, ফুল-ফল আপনা থেকে তৃপ্ত হয়। কেউ যখন বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে, দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা যদি কোন ব্যক্তির হাতের সেবা করি, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধান করা। আমরা যদি কারও পা টিপি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা পায়ের সেবা করি না, যার পা তার সেবা করি। সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমরা যদি তাঁদের সেবা করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ভগবানেরই সেবা করি। *ব্রহ্মসংহিতায়* দেব-দেবীদের পূজা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই শ্লোকগুলি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দেরই ভজনা করার নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৪) দুর্গাদেবীর পূজার উল্লেখ করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে দুর্গাদেবী সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ কার্য সম্পাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, আমার নির্দেশ অনুসারে এই জড়া প্রকৃতি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবদের উৎপন্ন করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

এই ভাবনা নিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা উচিত। যেহেতু দুর্গাদেবী কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করেন, তাই দুর্গাদেবীকে সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। শিব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, তাই শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। তেমনই, ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্যাদি দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিভিন্ন দেব-দেবীদের বিভিন্ন প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, এবং আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, এই সমস্ত নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভরত মহারাজ দেব-দেবীদের কাছ থেকে কোন বরের আশা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। *মহাভারতে* বিষ্ণুর সহস্রনামে উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞঃ* । যজ্ঞের ভোক্তা, যজ্ঞের কর্তা এবং যজ্ঞ স্বয়ং হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই অনুষ্ঠানকর্তা, কিন্তু অজ্ঞতাবশত জীব মনে করে যে, সে হচ্ছে কর্তা। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের কর্তা বলে অভিমান করি, ততক্ষণ আমাদের *কর্মবন্ধে* আবদ্ধ থাকতে হয়। আমরা যদি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ম করি, তাহলে আর কর্মবন্ধন থাকে না। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে আমাদের কর্ম এই জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/৯)

ভরত মহারাজের উপদেশ অনুসারে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কর্ম না করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়ও* (১৭/২৮) বলা হয়েছে—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হয়ে, যে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান করা হয় তা অসৎ বা অনিত্য। তার ফলে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোন লাভ হয় না।"

মহারাজ অম্বরীষের মতো রাজর্ষিরা, যাঁরা ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা কেবল ভগবানের সেবাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত করতেন। শুদ্ধ ভক্ত যখন অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন সেবা সম্পাদন করেন, তখন তাঁর সমালোচনা করা উচিত নয়, কারণ তাঁর কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারেন, এবং সেই পুরোহিত শুদ্ধ ভক্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, তাই তার সমালোচনা করা উচিত নয়। এই

শ্লোকে *অপূর্ব* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মফলকে বলা হয় *অপূর্ব*। আমরা যখন পুণ্য অথবা পাপকর্ম করি, তার ফলের উদয় তৎক্ষণাৎ হয় না। ফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তাকে বলা হয় *অপূর্ব*। ফলের উদয় হয় ভবিষ্যতে। স্মার্তরাও *অপূর্বকে* স্বীকার করে। শুদ্ধ ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাই তাঁদের কর্মের ফল চিন্ময় বা সৎ। তাঁদের কার্যকলাপ কর্মীদের কার্যকলাপের মতো অসৎ নয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥

"যাঁরা প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত নন এবং যাঁরা দিব্য জ্ঞানে পূর্ণরূপে অবস্থিত, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় লোকে প্রবিষ্ট হন।"

ভগবদ্ভক্ত সর্বদা জড় কলুষ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে অবস্থিত, এবং তাই তাঁর যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

শ্লোক ৭

এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **কর্ম-বিশুদ্ধ্যা**—ভগবানের সেবায় সবকিছু নিবেদন করে এবং পুণ্যকর্মের আকাঙ্ক্ষা না করে; **বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সেই ভরত মহারাজের; **অন্তঃ-হৃদয়-আকাশ-শরীরে**—যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন, সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে তাতে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষের; **রূপ**—রূপের; **উপলক্ষণে**—লক্ষণ সমন্বিত; **শ্রীবৎস**—ভগবানের বক্ষস্থলের চিহ্ন; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **বন-মালা**—ফুলমালা; **অরিদর**—শঙ্খ এবং চক্রের দ্বারা; **গদা-আদিভিঃ**—গদা আদি লক্ষণের দ্বারা; **উপলক্ষিতে**—যাঁকে চেনা যায়; **নিজ-পুরুষ-হৃৎ-লিখিতেন**—যিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে চিত্রপটের মতো অবস্থিত; **আত্মনি**—নিজের মনে; **পুরুষ-রূপেণ**—তাঁর

সবিশেষ রূপের দ্বারা; **বিরোচমানে**—উজ্জ্বল; **উচ্চৈস্তরাম্**—অতি উচ্চ স্তরে; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অনুদিনম্**—প্রতি দিন; **এধমান**—বর্ধমান; **রয়া**—বলশালী; **অজায়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। যোগীরা তাঁদের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করেন, জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর পূজা করেন, এবং ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর ভজনা করেন, যাঁর চিন্ময় রূপের বর্ণনা শাস্ত্রে করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি এবং বনমালায় ভূষিত, এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পায়। নারদাদি ভক্তরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। তিনি যোগীদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন, এবং জ্ঞানীদের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পূজিত হন। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/২/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

পরমাত্মা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর সেই চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করেন। ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং মন্দিরে তাঁরা সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা করেন। তাঁরা জানেন যে, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটাই হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি।

শ্লোক ৮

এবং বর্ষাযুতসহস্রপর্যন্তাবসিতকর্মনির্বাণাবসরোঽধিভুজ্যমানং স্বতনয়েভ্যো রিক্থং পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাৎ স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রব্রাজ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে সর্বদা যুক্ত হয়ে; **বর্ষ-অযুত-সহস্র**—সহস্র অযুত বছর; **পর্যন্ত**—পর্যন্ত; **অবসিত-কর্ম-নির্বাণ-অবসরঃ**—মহারাজ ভরত, যিনি তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্যের অবসান কাল নির্ধারণ করে; **অধিভুজ্যমানম্**—সেই সময় পর্যন্ত এইভাবে ভোগ করে; **স্ব-তনয়েভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **রিক্থম্**—ধন; **পিতৃ-পৈতামহম্**—যা তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যথা-দায়ম্**—মনুর দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে; **বিভজ্য**—ভাগ করে দিয়ে; **স্বয়ম্**—তিনি নিজে; **সকল-সম্পৎ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের; **নিকেতাৎ**—গৃহ; **স্ব-নিকেতাৎ**—তাঁর পৈতৃক ভবন থেকে; **পুলহ-আশ্রমম্ প্রবব্রাজ**—তিনি হরিদ্বারে পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন (যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ

নিয়তি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের কাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হলে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে, যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, সেই পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে, যখন কেউ কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর হস্তে তা সমর্পণ করা। ভরত মহারাজ যথাযথভাবে তা করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি এক কোটি বছর ধরে ভোগ করেছিলেন এবং তারপর গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করার সময়, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিয়ে পুলহ-আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যত ইচ্ছারূপেণ ॥ ৯ ॥

যত্র—যেখানে; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **অদ্য-অপি**—আজও; **তত্র-ত্যানাম্**—সেই স্থানে অবস্থান করে; **নিজ-জনানাম্**—তাঁর ভক্তদের; **বাৎসল্যেন**—তাঁর দিব্য স্নেহের দ্বারা; **সন্নিধাপ্যতে**—গোচরীভূত হন; **ইচ্ছা-রূপেণ**—ভক্তদের ইচ্ছা অনুসারে।

অনুবাদ

সেই পুলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আজও তাঁর ভক্তবাৎসল্যবশত তাঁর ভক্তদের গোচরীভূত হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিভিন্ন চিন্ময় রূপে সর্বদা বিরাজ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভগবান তাঁর স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজমান, এবং তিনি রাম, বলদেব, সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি অংশ বিস্তারের দ্বারাও বিরাজ করেন। ভক্তেরা তাঁদের রুচি অনুসারে এই সমস্ত রূপের পূজা করেন, এবং ভগবান তাঁর ভক্ত-বাৎসল্যহেতু অর্চা-বিগ্রহরূপে তাঁর ভক্তদের সম্মুখে প্রকট হন। কখনও কখনও তিনি তাঁদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের সম্মুখে সাক্ষাৎ উপস্থিত হন। ভক্ত সর্বদাই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, এবং ভগবান ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের সম্মুখে প্রকট হন। তিনি রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহদেব প্রভৃতি রূপে উপস্থিত হতে পারেন। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে এইভাবে প্রেমের বিনিময় হয়।

শ্লোক ১০

যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তোনাভিভির্দৃষচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃ পবিত্রীকরোতি ॥ ১০ ॥

যত্র—যেখানে; **আশ্রম-পদানি**—সমস্ত আশ্রম; **উভয়তঃ**—উপর এবং নিচে উভয় দিকেই; **নাভিভিঃ**—নাভিচিহ্ন সমন্বিত; **দৃষৎ**—দৃশ্যমান; **চক্রৈঃ**—চক্রের দ্বারা; **চক্র-নদী**—চক্র নদী (গণ্ডকী); **নাম**—নামক; **সরিৎ-প্রবরা**—নদীশ্রেষ্ঠ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **পবিত্রী-করোতি**—পবিত্র করে।

অনুবাদ

পুলহ আশ্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গণ্ডকী প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে। সেই শিলার প্রত্যেকের উপরে এবং নিম্নভাগে নাভিসদৃশ চিহ্ন বর্তমান।

তাৎপর্য

শালগ্রাম শিলা হচ্ছে সেই শিলা, যার উপরে এবং নীচে চক্র চিহ্ন বর্তমান। এই শালগ্রাম শিলা গণ্ডকী নদীতে পাওয়া যায়। যেখানে এই নদীর জল প্রবাহিত হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিসলয়তুলসি-কাম্বুভিঃ কন্দমূলফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপভৃতোপশমঃ পরাং নির্বৃতিমবাপ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্—সেই আশ্রমে; **বাব কিল**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—ভরত মহারাজ; **একলঃ**—একাকী; **পুলহ-আশ্রম-উপবনে**—পুলহ আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; **বিবিধ-কুসুম-কিসলয়-তুলসিকা-অম্বুভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার ফুল, পল্লব, তুলসী দল এবং জলের দ্বারা; **কন্দ-মূল-ফল-উপহারৈঃ**—কন্দমূল, ফল ইত্যাদি নিবেদন করে; **চ**—এবং; **সমীহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **আরাধনম্**—আরাধনা করে; **বিবিক্তঃ**—পবিত্র; **উপরত**—মুক্ত হয়ে; **বিষয়-অভিলাষঃ**—জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **উপভৃত**—বর্ধিত; **উপশমঃ**—শান্তি; **পরাম্**—দিব্য; **নির্বৃতিম্**—সন্তোষ; **অবাপ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

পুলহ আশ্রমের উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, গণ্ডকী নদীর জল, কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সুখভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিচলিত অবস্থায় তিনি পরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেই মনের শান্তি অন্বেষণ করছে। তা লাভ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি* (৯/২৬)। ভগবানের সেবা করা মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ভগবানকে একটি পত্র, একটি ফুল, একটি ফল এবং একটু জল নিবেদন করা যায়। প্রীতি এবং ভক্তি সহকারে যখন তা নিবেদন করা হয়, ভগবান তখন গ্রহণ করেন। এইভাবে মানুষ বিষয় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা থাকে, ততক্ষণ মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু যখন মানুষ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। তখন পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করা যায়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৬-৭)

এই উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক শাস্ত্র *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো পুলহ আশ্রমে না যেতে পারে, কিন্তু মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেখান থেকেই উপরোক্ত পন্থা অনুসারে আনন্দের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১২

তয়েত্থমবিরতপুরুষপরিচর্যয়া ভগবতি প্রবর্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়-শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেনাত্মন্যুদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্য-প্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যান-

পরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহ্লাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্যাং ন সস্মার ॥ ১২ ॥

তয়া—তাঁর দ্বারা; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **অবিরত**—নিরন্তর; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরিচর্যয়া**—সেবার দ্বারা; **ভগবতি**—ভগবানকে; **প্রবর্ধমান**—নিরন্তর বর্ধমান; **অনুরাগ**—প্রেমের; **ভর**—ভারে; **দ্রুত**—দ্রবীভূত; **হৃদয়**—হৃদয়; **শৈথিল্যঃ**—শৈথিল্য; **প্রহর্ষ-বেগেন**—আনন্দের আতিশয্যে; **আত্মনি**—তাঁর দেহে; **উদ্ভিদ্যমান-রোম-পুলক-কুলকঃ**—রোমাঞ্চ; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠার ফলে; **প্রবৃত্ত**—উৎপন্ন; **প্রণয়-বাষ্প-নিরুদ্ধ-অবলোক-নয়নঃ**—আনন্দাশ্রু উদ্‌গত হওয়ার ফলে, দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়েছিল; **এবম্**—এইভাবে; **নিজ-রমণ-অরুণ-চরণ-অরবিন্দ**—ভগবানের অরুণ বর্ণ পাদপদ্ম; **অনুধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **পরিচিত**—বর্ধিত; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **পরিপ্লুত**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল; **পরম**—সর্বোচ্চ; **আহ্লাদ**—দিব্য আনন্দের; **গম্ভীর**—অত্যন্ত গভীর; **হৃদয়-হ্রদ**—হৃদয়রূপ হ্রদে; **অবগাঢ়**—নিমজ্জিত; **ধিষণঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **তাম্**—তা; **অপি**—যদিও; **ক্রিয়মাণাম্**—সম্পাদন করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সপর্যাম্**—আরাধনা; **ন**—না; **সস্মার**—স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাভাগবত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বর্ধিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যাদিতে উৎসাহ ছিল না। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুর উদ্‌গমে তাঁর নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরুণ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হন, তখন তাঁর শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। সেগুলি ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ। মহারাজ ভরত যেহেতু নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দেহে এই সমস্ত দিব্য প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

ইত্থং ধৃতভগবদ্‌ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিল-জটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্যর্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ— ॥ ১৩ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ধৃত-ভগবৎ-ব্রতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ব্রত গ্রহণ করে; **ঐণেয়-অজিন-বাসস**—মৃগচর্মের বসন ধারণ করে; **অনুসবন**—দিনে তিনবার; **অভিষেক**—স্নানের দ্বারা; **আর্দ্র**—সিক্ত; **কপিশ**—কপিল; **কুটিল-জটা**—কুঞ্চিত জটা; **কলাপেন**—সমূহের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিরোচমানঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত হয়ে; **সূর্যর্চা**—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সূর্য-নারায়ণের পূজা করে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণকান্তি সমন্বিত ভগবানকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **উজ্জিহানে**—উদয়ের সময়; **সূর্য-মণ্ডলে**—সূর্যমণ্ডলে; **অভ্যুপতিষ্ঠন্**—আরাধনা করে; **এতৎ**—এই; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—উচ্চারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মৃগচর্মের বসন ধারণ করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার ফলে সিক্ত কুটিল জটা-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় নারায়ণকে ঋক্ মন্ত্রে আরাধনা করতেন, এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন হিরণ্ময় ভগবান নারায়ণ। তাঁর আরাধনা ওঁ *ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি*—এই *গায়ত্রী মন্ত্রের* দ্বারা করা হয়। তিনি অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রের দ্বারাও আরাধিত হন, যেমন—*ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী*। সূর্যমণ্ডলে ভগবান নারায়ণ অবস্থিত এবং তাঁর অঙ্গকান্তি হিরণ্ময়।

শ্লোক ১৪

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো
দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান ।
সুরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে
হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ ॥ ১৪ ॥

পরঃ-রজঃ—রজোগুণের অতীত (শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত); **সবিতুঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন; **জাত-বেদঃ**—যাঁর থেকে ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়; **দেবস্য**—ভগবানের; **ভর্গঃ**—জ্যোতির্ময়; **মনসা**—কেবল ধ্যানের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **জজান**—উৎপন্ন হয়েছে; **সু-রেতসা**—চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **অদঃ**—এই সৃষ্ট জগৎ; **পুনঃ**—পুনরায়; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **চষ্টে**—দর্শন করেন অথবা পালন করেন; **হংসম্**—জীব; **গৃধ্রাণম্**—জড় সুখভোগের বাসনায়; **নৃষৎ**—বুদ্ধিকে; **রিঙ্গিরাম্**—যিনি গতি প্রদান করেন; **ইমঃ**—তাঁকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী সমস্ত জীবদের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন নারায়ণের এক অংশ, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন। ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, এবং তিনি তাঁদের বুদ্ধি প্রদান করেন এবং তাঁদের সমস্ত জড় বাসনা পূর্ণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)

পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই কথা *ব্রহ্ম সংহিতাতেও* (৫/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—"তিনি সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করেন।" *ঋক্ বেদে,* এই মন্ত্রে সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার আরাধনা হয়—*ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ* । সূর্যমণ্ডলে নারায়ণ তাঁর পদ্মফুলে উপবিষ্ট। এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা প্রতিটি জীবের সূর্যোদয়ের সময় নারায়ণের শরণাগত হওয়া উচিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সমগ্র জগৎ সূর্যের জ্যোতিতে অবস্থিত। সূর্যকিরণের ফলে সব কয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং

বনস্পতিনিচয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে। আমরা জানি যে চন্দ্রকিরণও বনস্পতি এবং তরুলতার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যমণ্ডলের নারায়ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন; তাই *গায়ত্রী* মন্ত্র বা *ঋক্* মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের আরাধনা করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।